ধর্ম -কি এবং কেনো? : একটি মডেল (Model)

পর্ব ২: হিন্দু ধর্মের ক থা!

বিপ্লব পাল

আগের অধ্যায়ের মডেলটিকে আমি বলব ধর্মের জৈবিক বিবর্তনের মডেল।

প্রথমে এই মডেল দিয়ে হিন্দু ধর্ম বোঝার চেস্টা করা যাক।

হিন্দুধর্ম আসলে প্ল্যাটফর্ম। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মীয় ধারণার সমাহার। ধর্ম নিয়ে সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা এই ধর্মেই হয়েছে। তার আগে দ্রুত হিন্দু ধর্মের ইতিহাস স্ক্যান করা যাক।

হিন্দু ধর্মের ইতিহাস দিয়ে শুরু ক রতে হ ল, কারণ জৈবিক বির্বতনের মডেল বুঝতে গেলে প্রথম কাজ ইতিহাস কে জানা। জানতে হবে, কোন কোন দর্শন হারিয়ে গেছে। আর কোন দর্শন টিকে গেছে। এরা কেনইবা যোগ্যতম হিসাবে জনমানসে বিরাজমান।

- **আদি ধর্ম, শৈব ধর্মঃ** ৫০০০ খৃস্ট পূর্বাব্দ : প্রাক আর্য্য সমাজে, ভাববাদী এবং বস্তু বাদী দুই ধরনেই ধর্ম ছিলো। শিব লিঙ্গের জন প্রিয়তা, আদি শৈব ধর্মকে ঈঙ্গিত দেয়। মধ্যপ্রাচ্য থেকে মহেঞ্জদারো সভ্যতার আদি ধর্ম লিঙ্গ পূজো -প্রজনন বাধর্মের প্রথম শক্তি থেকে উদ্ভব। লিঙ্গ বা শৈব ধর্মের মুল ক থা হ চ্ছে প্রজনন—স ন্তান এবং কৃষিজ উৎপাদন। শৈব ধর্ম আজো ভারত বর্ষের মূল ধর্ম। চতুর্থ শক্তি বা ভাব বাদের শ ক্তি টি শৈব ধর্মে এসেছে পরবর্ত্তী সম য়ে। শিব ত্যাগের প্রতীক। ত্যাগ ভাববাদের সর্ব্বচ্চ রূপ।

পৃথিবীর সমস্তদেশেই আদি ধর্ম লিঙ্গ পূজো—যা এখোনো টিকে আছে। প্রজনন বা প্রথম শ ক্তির প ক্ষ এটাই সব চেয়ে বড় প্রমাণ।

তৃতীয় শক্তিটি এখানে নারীবাদী।মাতৃতান্ত্রিক। স্বামী বাউন্ডুলে, তাই পার্বতী সংসার চালান। বরকে লাথি ঝাঁটাও মেরে থাকেন। সংসারে তিনিই অন্নপূর্ণা। হিন্দু ধর্মের এটিই আদি রূপ।

- **বৈদিক ধর্মর সূত্রপাত, ৩০০০ খৃস্ট পুর্বাব্দ :** আর্য্য আগমন। ঋক বেদের রচনা শুরু। ঋক বেদের ভোগবাদী ধর্মের সাথে দ্রাবিড়িয় ভাববাদী ধর্মের স ংঘাত। মাতৃ তান্ত্রিক সমাজের সাথে পুরুষ তান্ত্রিক সমাজের যুদ্ধে, পুরুষ তন্ত্রের জয়। নারীর যৌন স্বাধীন তা অস্বীকৃত, তবে নারীর শিক্ষা আদৃত। কিন্তনারী আর পার্বতী নয়, ঋক বেদে সে পুরুষের সম্পতি। সে আর বাউন্ডুলে স্বামীর অন্নপুর্না নয়, সে এখন পার্থনা করে তার স্বামী আরো গরু এবং স্ত্রী ধন লাভ করুক। ঘ রের ভাত আনার দ্বায়িত্ব আর তার নেয়, তাই সে গৃহের গাভীর মতোই আরেকটি সম্পত্তি। জাতিভেদ প্রথার প্রথম উল্লেখ। তৃতীয় শক্তিটি এখানে প্রবল ভাবে সক্রিয়।

- **বৈদিক ধর্মে ভাব বাদের সূচনা,রামায়ন, ২০০০ খৃস্ট পূর্বাব্দ** : ভাববাদের তিনটি স্তর। উ চ্চতম ভাববাদ হচ্ছে ত্যাগ। মধ্যে আছে ভোগবাদ। সব চেয়ে নীচুস্ত র হচ্ছে কু সংস্কার। ঋক বেদের প্রথম দিকের স্তত্রে, শুধু ভোগবাদ। হে ইন্দ্র আরো নারী দাও, হে অগ্নি আরো সোনা দেও। রাতভর সোমরস বা মদ্যপান । স্থানীয় অধিবাসীদের দাশ আখ্যা দিয়ে গালাগালি। অনার্য্য 'দস্যু'হত্যা করার উল্লাস। অনার্য্য ধর্ম কিন্ত ত্যাগ বাদী। আস্তে আস্তেউ ন্নততর অনার্য্য ভাববাদ, বেদে জায়গা পেতে শুরু করল। মিশ্র ধর্মের সৃস্টি। জাতিভেদ আরো দৃঢ় । জাতি ভেদ প্রথার উদ্ভব বংশ গৌরব থেকে। প্রেম, ঘৃনার মতো, বংশ গৌরবও একটি মিথ। যা স্বার্থপর জিনের তত্ত্বকেই সমর্থন করে। ঋক বেদে দাশদের প্রতি ঘৃনা তো আছেই— আরো গুরুত্ব পূর্ণ হচ্ছে দাশদের কালো বলে গালাগাল দেওয়া! অর্থাৎ গৌর বর্ণের আর্য্যরা, সাদা জিনের কোডকে বাঁচাতে ব্যস্ত! রামায়ন এই ভাবনার ফসল। কিন্তু জাতিভেদ, প্রথম দুটি শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করে। এই কারণেই পরবর্ত্তীকালে হিন্দুরা মুসলিমদের কাছে পরাজিত হয়।

- **মহাভারত, গীতার রচনা, ১৫০০ খৃস্ট পূর্বাব্দঃ** গীতার ধারণা গুলি স ংগবদ্ধ হচ্ছে। বস্তুবাদী যোদ্ধার ধর্মর সাথে (বৈদিক ধর্ম) অনার্য্য যোগধর্ম —জ্ঞান যোগ, রাজ যোগ, কর্ম যোগ এবং ভক্তি যোগ যুক্ত হলো। গীতা সেই অর্থে প্রথম ধর্ম গ্রন্থ, যাতে পূর্ব বর্ণিত ধর্মের জৈবিক মডেলের সবকটি শক্তির পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয় কৃষ্ণ ধর্মের প্রথম শক্তিটির কথা প্রকাশ্যেই বলছেন —*কাপুরুষের মতন যুদ্ধ না ক রাই অধর্ম। তোমার স ন্তান বৌদের যারা ধরে নিয়ে যেতে চায় , তাদের সাথে যুদ্ধ না করাট । কোনো ধর্ম নয়।* আবার ধর্ম ভিত্তিক সামাজিক ঐক্যবোধ(দ্বিতীয় শ ক্তি), যা মানুষ কে অনেকটা মৌমাছির মতন সমাজ ব দ্ধ ক রে—যেখানে প্রশ্ন না করে সবাই রানী মৌমাছির কথা শোনে, সে ব্যাপারেও কৃষ্ণের মতামত স্পষ্ট। কৃষ- অর্জুনকে বলছেন - *সব মানুষ ই নিজেদের বিজ্ঞ ভাবে, তুমিও ভাব। আসলে তুমি কিন্ত অত বিজ্ঞ নও !* এত এব, কৃষ- ব ল ছেন, সব কিছু প রিত্যাগ করে আমায় স্মরণ কর। মোদ্দা ক থা হলো, সাধারণ মানুষ মুর্খ্য-তাই গন তন্ত্র নয়, কৃষ্ণের মতন বিজ্ঞলোকের কথা মেনে চলা উচিত! তাতেই সমাজের মঙ্গল। তৃতীয় শক্তি, অর্থাৎ পুরুষ তন্ত্রের সপক্ষে কৃষ্ণের বক্তব্য হল-সুপুত্র সুমাতা থেকেই একমাত্র জন্ম নেয়-তাই সমাজের দেখা উচিত যাতে মেয়েরা 'কুলভ্রস্ট' না হয়। মাতৃত ন্ত্রে মেয়েরাই কুলের পরিচয়, তাই কুল ভ্রস্ট হ ওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। পুরুশ তন্ত্রে ওঠে। মেয়েদের স্থান তাই আরো স ং কোচিত গীতাতে। ব হুত্ব বাদী থেকে একেশ্বরবাদের জন্ম। বিশ্বরূপ দর্শনে অদ্বৈতবাদের প্রাথমিক রূপ। অদ্বৈতবাদ মানে, আমি আর ঈশ্বর একই স্বত্তা। আমিই ঈশ্বর।

চতুর্থ শক্তি ভাববাদের একটি ব্যবহারিক মডেল হচ্ছে যোগ। গীতার ভাব বাদ চারটি যোগের মাধ্যমে ব্যক্ত। জ্ঞানযোগ মানে মানুষের জানার চেস্টা। শিশু থেকেই মানুষ জানার চেস্টা করে। প্রকৃতির আঘাত থেকে তার এই জিন কে বাঁচানোর চেস্টা সহজাত। দ্বিতীয় হচ্ছে কর্ম যোগ। এই কাজ, কখোনো আমরা করি উপায় করার জন্য, কখোনো অন্যের উপকার বা অপকার ক রার জন্য। অধিকাংশ কাজের পেছনেই আমাদের যুক্তি কাজ করে—আমরা কাজের বিনিময়ে কিছু পেতে চাই। এখানে মিথ কম। গীতা এই ধ রনের কাজের বিরধিতা করে। ফলের আশা না করে, কর্ত্তব্যের খাতিরে কাজই শ্রেষ্ঠ কাজ। অর্থাৎ গীতা চাই আমাদের কাজের পেছনে থাকুক

ভাববাদ বা মিথ, যুক্তি নয়। যুদ্ধে আত্মত্যাগের প্র য়োজন থেকে এই ধারণার সৃস্টী। তৃতীয় ভাববাদ হ চ্ছে রাজযোগ। বা ধ্যান করে, নানান রকম আস ক্তি থেকে মনকে মুক্ত করা। আমাদের পঞ্চ ই ন্দ্রি য় হচ্ছে সেন্সর, যার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীকে উপলব্ধি করি। এই সেন্সর গুলিকে শ ক্তিশালী করার যন্যে রাজযোগের ধারণা। মূল ব ক্তব্য হচ্ছে সেন্সরে গন্ডগোল হ লে, উপল ব্ধি তেও ভুলভাল হবে। চতুর্থ এবং সবচেয়ে শক্তিশালী মিথ হচ্ছে প্রেম বা ভক্তিবাদ। এই প্রেমে ১০০% মিথ থাকা চাই- যুক্তির বা কর্তব্যের ভেজাল থাকা চলবে না। সেই অর্থে দাম্পত্য প্রেমে ভেজাল বেশী—মিথ কম, দ্বায়িত্ব বেশী। তাই পরকীয়া হচ্ছে আসল প্রেম, ১০০% খাঁটি—খোলা বারান্দা দিয়ে আসা বাতাস। দাম্পত্য প্রেম হচ্ছে বদ্ধ ঘরের অবরুদ্ধ গরম। ভক্তিযোগে তাই রাধাকৃষে-র ভজনা করা হয়-যে রাধা হ চ্ছে কৃষ্ণের মমীমা! কৃষ্ণের স্ত্রী রুক্কীনীর তাই ভক্তি যোগে স্থান নেয়।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় আত্মাকে নিয়ে।এই ভাববাদের চালিকা শক্তি হ চ্ছে আত্মা। মূল বক্তব্য হচ্ছে মানুষ মানে শুধু দেহ আর মন নয় । দেহ আর ম ন দিয়ে স মস্ত মিথকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই আত্মার প্রক ল্প—যাকে ধ্ব ংশ করা যায় না, যা দেহ আর মনে র ওপরে। এর ফলে যুগে যুগে, গীতার ভাষ্যকাররা, আত্মার গোঁজামিলে জল ঘোলা করেছেন। মানুষের অন ন্ত কাল বাঁচার ইচ্ছা, পরকালের লোভ দেখিয়ে ইহকালে শোষন আর দেহ-মন ভিত্তিক মডেলে ভাব বাদ ব্যাখ্যার অক্ষমতার মিলিত ফল হচ্ছে আত্মা।

আত্মা গোঁজামিল হলেও, দেহ মনের দ্বিমাত্রিক মডেলে যে মিথ ব্যাখ্যা করা যায় না, সেটা সত্য। এর কারন ১৯৩১ সালে চেজ গনিতজ্ঞ গোডেলের একটি ত ত্ত্ব—'অসম্পূর্ণ স্বত সিদ্ধ'। মোদ্দা কথা হলো, শুধু স্ব তসিদ্ধ আর যুক্তি দিয়ে এমন কোন নতুন সত্য আবিস্কার করা যায় না, যা সামগ্রিক স্বতসিদ্ধ থেকে আলাদা। অর্থাৎ আমাদের মন যদি শুধু কম্পুটারের মতো হয়, তাহলে মিথের ব্যাখ্যা করা সম্ভ ব নয়। অর্থাৎ আত্মা গোঁজামিল হলেও, আত্মার প্র য়োজনিয়তার কিছু গনিতিক ভিত্তি আছে। আত্মা = জিনের নিউক্লিওটাইড কোড করলে, গীতায় বর্ণিত আত্মার প্রাকিতিক ধর্মের সাথে রিচার্ড ডকিনসের স্বার্থপ র জীনদের কিছুআংশিক মিল পাওয়া যায়। রিচার্ড ডকিনসের স্বার্থপর জিন জৈব রাসানিক না হলেও প্রাণিবিদ্যার ওপর গবেষনার ফসল। রিচার্ড ডকিনসের মডেল দিয়ে গীতার ভাববাদের ব্যাখ্যা সম্ভব, এবং সেখেত্রে আত্মা নামক গোঁজামিলটি ঢোকাতে হয় না। স্বার্থ পর জীন দিয়ে আরো কিছু মিথের ব্যাখ্যা সম্ভ ব যা আত্মার গুল গাপ্পায় সম্ভব নয়।

- **বৌদ্ধ ধর্মের সূচনা, ৩০০ খ্রস্ট পুর্বা ব্দ :**ব্রামন দের প্রবল অত্যাচার। নিরাশ্বরবাদের জন্ম। নিরাশ্বর বাদ থেকে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের সৃস্টি। বৌদ্ধ ধর্ম, ধর্মের প্রথম তিনটি চালিকা শক্তিকে অস্বিকার ক রে। এই অস্বিকার শুরু ভগবানের আস্তিত্বকে অস্বিকার ক রে। পরবর্ত্তী পর্যায়ে, প্রজনন এবং সামাজিক শক্তি র অভাবে, বৌদ্ধ ধর্ম স্বভূমে লুপ্ত হয়। প্রথম পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্ম রাজ ধর্ম। কারণ রাজারাও ব্রাম্মনদের কবল থেকে মুক্তি পেতে উদগ্রীব ছিলো। যদিও অচিরেই বুঝ তে পারে, প্রথম তিনটি শ ক্তির অভাবে রাজ ধর্ম হিসাবে বৌদ্ধ ধর্ম দুর্বল। প্রথম তিনটি শক্তি বৌদ্ধ ধর্মে আনতে হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের সৃস্টী। ভগবানের স্থলে বুদ্ধকে বসানো। অর্থাৎ ঈশ্ব রকে মেনে নেও য়া হলো। ঈশ্বর থাকলে বৌদ্ধ ধর্ম থাকে না, সেটা হিন্দু ধর্ম হয়ে যায়। বৌদ্ধ ধর্ম যে রাজ ধর্ম হিসাবে অকেজো, এই নিয়ে বিখ্যাত সিনেমা বানিয়েছিলেন- আকিরা কুরোসোয়া, সর্বকালের শ্রষ্ঠ চলচিত্র পরিচালক। তার 'দৌড়' সিনেমাতে, বৃদ্ধ রাজা কৈফয়ত দিচ্ছেন তার বৌমা কে—যার পিতা এবং ভাই কে এক কালে তিনি হত্যা করে ছিলেন-'দেবতা নয়, আসুরিক শক্তি দিয়েই রাজ্যপাট টেকাতে হয়। তাই রাজ ধর্মে বুদ্ধ অর্থহীন!'

- **উপ নিষদ,১০০ খ্রীস্টাব্দঃ** বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয়তায়, হিন্দু ধর্মে প্রথম স ংস্কার—অদ্বৈতবাদের জন্ম। ক ঠপ নিষদের মুনিরা প্রথম 'মায়া' ব্যাখ্যা ক রলেন।
- **মূর্তি পুজোর শুরু, ২০০ খ্রীস্টাব্দঃ** হুন আক্রমন এবং হুনেদের কাছ থেকে মূর্ত্তি বানানো শেখে হিন্দুরা।
- **ব স্তুবাদ ৪০০খ্রীস্টাব্দ :** চার্বাক এবং সাংখ্য দর্শন। বস্তুবাদের শুরু। বৌদ্ধ বিজ্ঞানের স্বর্ন যুগ।
- **৬০০ খ্রীস্টাব্দঃ মনু স ংহিতার রচনাঃ** নারী এবং শুদ্রের সমস্ত অধিকার লুপ্ত করা হলো। মনু স ং হিতাকে বর্ণ বৈষ ম্যের বাইবেল বলা চলে, যেখানে শুদ্র দের সম্পর্কে পরিস্কাল বলা হ চ্ছে-'শুদ্র দের জন্ম এবং কর্ম, বর্ণ হিন্দুদের সেবা ক রতে!' মনু স ংহিতা ব্রাম্মন, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের আদর্শ আচরন বিধি বেঁধে দেয়। নারী এবং গৃহ পালিত পশুর মধ্যে পার্থক্য থাকল না। মনুবাদ ধর্মের দ্বিতীয় শক্তিকে দুর্বল করে—যা দিয়ে সমাজকে একত্রিত ক রার ক থা। ফলে যোদ্ধাদের ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও, ইসলামের সামনে খরকুটোর ম তন, উরে গেল মনুবাদী হিন্দুরা!
- **শংক রাচার্য্য, ৭০০ খ্রীস্টাব্দঃ** শংকারাচার্য্য অদ্বৈতবাদকে প্রতিষ্ঠা ক রলেন। একই সাথে নারীকে নরকের দ্বার বললেন আবার মায়ের স ৎকারের জন্য স ন্ন্যাস ত্যাগেও আপ ত্তি রইল না। বললেন মাতৃ ধর্ম সব ধর্মের ওপরে। যেন মায়েরা মেয়ে নয়!
- **ইসলামের আগমন, ৯০০খ্রীস্টাব্দঃ** ভারত বর্ষে ইসলামের জয় যাত্রা শুরু। শুদ্র রা ইসলামে নিজেদের মুক্তি খুঁজে পেল। আবার এটাই কাল হ ল। মুসলমান শাস করা হিন্দুদের জাতিভেদে মজলেন। ধর্মান্ত রিত মুসলমানরা যাতে স মাজে উঁচু স্থান না পায়—মানে যাতে আরবীয় মুসলমানদেরসাথে এক পাতে না বসতে পারে, তার জন্যে বর্ণ হিন্দুরাই রাজ কর্ম চারী রইল, আর শুদ্র রা হিন্দু শুদ্র থেকে মুসলমান শুদ্রে পরিনত —যদিও ইসলামে তারা আত্মস ন্মান ফিরে পায়। ফলে হিন্দু ধর্মে জাতিভেদ আরো তীব্র, ধর্ম ঢুকলো হেঁসেলেঁ।
- **বঙ্গে ম নুবাদের আগমন,১০০০ খ্রীস্টাব্দঃ** বল্লাল সেন বঙ্গ দেশে হিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠা করলেন। পাল রাজাদের সময়ে, বাংলা ছিল, বৌদ্ধ। সমাজে জাতিভেদ ছিলো না। রাতারাতি সমস্ত বা-ালীকে শুদ্র বানানো হল। কৈতর্ব্য বিদ্রহের পর, কিছু শুদ্রকে উত্ত মর্ন করা হ য়— —ব্রাম্ম ন এলো উত্তরপ্রদেশ থেকে, কৌলিন্য প্রথার নামে, এক জঘন্য ব্রাম্মন বহুগামিতা চালু! হিন্দু নারীর অবস্থা পশুর থেকেও খারাপ। পৃথিবীর ইতিহাসে নারীর এমন জঘন্য অবমননা হ য়েছে কি না আমার জানা নেই [তালিবানী শাসন বোধ হয়, একমাত্র কাছাকাছি আসতে পারে। বাঙ্গালী সেন রাজাদের মেনে নেয় নি।
- **সুফীবাদ,১২০০ খ্রীস্টাব্দঃ** বখতিয়ার খিলজির বাংলা আক্রমন। সুফী প্রচারকদের প্রভাবে হিন্দু ধর্মে তিক্ত বি র ক্ত বাঙ্গালী দলে দলে ইসলাম কে গ্রহন করল।
- **শ্রী চৈতন্যদেব,১৪০০ খ্রীস্টাব্দঃ** সমস্ত বঙ্গ ইসলামে ধর্মান্ত রিত হতে চলেছে। আবির্ভাব শ্রীচৈতন্যদেবের। গীতার ভক্তিবাদের উপর ভিত্তি করে ঘোষনা করলেন বৈষ্ণব ধর্ম —জাতিভেদ তুলে দিলেন ।শুদ্র দের হাত ধরে নাচলেন । শুদ্র রা দলে দলে হাত মেলালো। কিছু মুসলিম শিষ্যও জুটল। বঙ্গে ইসলাম ধর্মান্তকরনে সমাপ্তি। কিন্ত নারীর মুক্তি হলো না। বৈষ্ণব ধর্ম ই কালক্র মে বাঙ্গালী হিন্দু ধর্মে রুপান্তরিত।
- **রামমোহনের ব্রাম্ম ধর্ম ,১৮০০ খ্রীস্টাব্দঃ** পাশ্চাত্য দর্শন এবং হিন্দু

অদ্বৈত্যবাদ কে এক ত্রিত করে, ব্রাম্ম ধর্মের প্র তিষ্টা ক র লেন রাম মোহন। হিন্দু ধর্মের আধুনিক স ং স্কারের সূত্রপাত। স তী দাহ প্রথা বিলুপ্ত। বিধবা বিবাহ চালু। নারী ক্রম শ অধিকার ফিরে পাচ্ছে। বৈদিক সমাজবাদের এক মিথ তৈরী হয়-যা ভারতীয় জাতিয়তাবাদের সূচনা ক রে।

- **আর্য্য জাতিত্ত্ব, ম্যাক্স মুলার, ১৮৬০:** কেম ব্রীজের ইন্ডোলোজিস্ট ম্যাক্স মূলার উপনিষদ এবং বেদের অনুবাদ করলেন। ভাষাতত্ত্ব থেকে প্রমান করলেন, ল্যাটিন যা ইউরোপীয় ভাষার পূর্ব পুরুষ, আদি সংস্কৃত বা ইন্দোইউরোপীয় ভাষা (ঋক বেদের ভাষা) থেকে এসেছে। এই ভাষায় যারা কথা বলতো, তাদেরকে আর্য্য বললেন। কালক্রমে আর্যি জাতিতত্ত্ব থেকে জার্মানীতে হিটলার এবং ভারতবর্ষে রাস্ট্রীয় সেবক সঙ্ঘের (RSS) উৎপত্তি।
- **বিবেকান ন্দ, রবীন্দ্রনাথ, হিন্দু জাতিয়তাবাদ, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দঃ** বিবেকান ন্দ লুপ্ত প্রায় হিন্দু ধর্মে প্রাণ আনলেন। ভিক্ষা করে বুঝলেন ভিক্ষায় পেট ভরে না। আমেরিকানদের ম ত, কর্মযোগী চাই। খ্রীস্টান মিশনারীদের সেবাধর্মর সাথে অদ্বৈতবাদকে জুরলেন। সেবাধর্ম কে প্রকৃত ধর্ম বলে ঘোষনা। সারদাদেবীকে পুজো করলেন বটে কিন্ত নারীর অবস্থা একই রইল। বাঙ্গায় মেয়েদের অগ্রগতির মূলে কিন্তু সেই ব্রাম্ম সমাজ এবং খ্রীস্টান মিশনারীরা। বিবেকান ন্দ হিন্দুদের আত্ম বিশ্বাস ফিরিয়ে দেন, আরো বড় কাজ বোধ হয় আদর্শ শিক্ষা প্র তিষ্টান তৈরী ক রা। কিন্ত প্রজন ন স ম্মন্ধে বিবেকা ন ন্দের অদ্বৈতবাদ ভিক্ট রি য়ান! যৌন তা ভোগবাদ, জৈবিক প্রয়োজন নয়! অর্থাৎ প্র থম শ ক্তি কেই অস্বীকার। উন্নততর চিকিৎসা ব্য ব স্থা ছারা এ এহেন দর্শনে র অকাল মৃত্যু নিশ্চিত। দুশো বছর আগেও চিকিৎসাবিহীন সমাজে, শিশু মৃত্যুর হার ছিল ৬০-৮০%। গড়ে দশবার গর্ভ ধারণ করলে, তবে দুটি স ন্তান হয় তো বাঁচত। রামকৃষ- দেবের পরামর্শ নিয়ে স্বামী স্ত্রী ভাইবোনের মতন থাকলে, তিন প্রজ ন্মেই জন স ংখ্যা সাফ হ য়ে যেত। এই কারনেই শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ পুঁথি ই রয়ে গেছে, মানুষ ধর্ম হিসাবে গ্রহন করে নি।

সমসাময়িক রবীন্দ্রনাথ তখন ব্রাম্ম সমাজের শেষ কান্ডারী। উপনিষদের ক্যাবিক রুপ দিলেন গীতাঞ্জলী তে। উপ নিষ দের বানী প্রচারিত হ লো তার গান, ক বিতা আর চিত্র নাট্যে। শেষ বয়সে এসে, বিশ্বযুদ্ধের হানা হানি তে অবস্য স্রষ্টায় আস্থা হারালেন ক বি— কিন্ত সৃস্টির উদ্দেশ্যর প্রতি অবিচল তিনি। পূর্ণাঙ্গ না হ লেও, নারীর কামনার আংশিক মুক্তি ঘটল চিত্রাংদা, চন্ডালিকা আর বিনোদিনীতে। সোহিনীতে এসে নারীর যৌন মুক্তি সম্পূর্ণ।

একটা কথা বলে নিই। রাম মোহন থেকে বিবেকা ন্দ শুধু তৃতীয় আর চতুর্থ শক্তি—নারীবাদী আর ভাববাদী শক্তি নিয়েই পড়ে রইলেন। কারণ প্রজনন এবং রাজনৈতিক শক্তি তখন যথাক্রমে ডাক্তার এবং ব্রিটিশদের হাতে। চৈতন্যদেবের কাজ ছিল, এর চেয়ে অনেক জটিল। রাজনৈতিক শক্তি তখন ইসলাম। এতএব চৈতন্যদেব রাজনৈতিক শক্তি সংগ্রহ করলেন, সমাজের নীচু শ্রেনীর মানুষকে একত্রীত করে (সমাজিক- দ্বিতীয় শক্তি) । রাম মোহন থেকে বিবেকান্দের এই দায় ছিল না—তাই শহুরে মধ্যবিত্তদের মধ্যেই আবদ্ধ রইলেন রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ। শতাব্দী পেরিয়ে গেলো—চাষীর পর্ন কুটীরে, মুচীর টিনের চালায় এখনো চৈতন্যদেবই শোভা পান। সেখানে বিকেনানন্দ বা রবীন্দ্রনাথের স্থান নেই! আমি বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরেছি- যেখানেই হিন্দু বসতি আছে, সেখানেই শ্রী চৈতন্য-বাঙ্গালী ধর্ম জগতে তিনি অদ্বিতীয়।

- **ইসকন,১৯৬০:** স্বামী প্রভুপাদ ইস্কনের স্থাপনা করলেন আমেরিকাতে। ইস্কন এই মুহুর্তে বৃহতম হিন্দু সংঘ।
- **গুরুকুল,১৯০০-২০০০:** নানান গুরু নানা ভাবে—বাবালোকনাথ, আদি

সাঁইবাবা, বালক ব্রহ্মচারী, অনুকুল ঠাকুর, বাবা রবিশঙ্কর—মা মৃন্ময়ী, গুরু রজনীশ। এছারাও হাজার হাজার ছোট বড় বাবা মা। শুধু নবদ্বীপেই পাওয়া যাবে শ খানেক গুরু।

এদের ফর্মুলা মোটামুটি এক রকম। প্রতেকেই মোটামুটি সামাজিক ঐক্য (দ্বিতীয় শ ক্তি) এবং ভাববাদকে (চতুর্থ শক্তি) ব্যব হার ক রে কোটি কোটি শিষ্য করেছেন। মুখে বিজ্ঞানের বড় বড় ক থা বলল লেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সবাই কুস ংস্কার কে মদত দিয়েছেন বা দিচ্ছেন। যাতে লোকে এদের ভগবান ভাবে। এর মধ্যে বালক ব্রহ্মচারী নিজে ধর্মের দ্বিতীয় শক্তিটি নিয়ে সব চেয়ে বেশী বলেছেন—তাঁর লেখা পড়ে মনে হয় সামাজিক বিবর্তনের ব্যাপারটি বেশ ভালোই বুঝতেন-তবে তাঁর পড়াশোনা খুব বেশী ছিলো না বলে, বৈদিক সমাজবাদের গোঁজামিলে তাঁর বক্তব্য হারিয়ে গেছে। আর কিছু কুস ংস্কার আচ্ছন্ন শিষ্য তাঁর দেহ সৎকা র পর্যন্ত কর তে দেয় নি! তিনি নাকি বেঁচে উঠবেন। বৈদিক সমাজবাদের এই পরিনতি আশ্চর্য্য কিছু নয়— কারণ বৈদিক সমাজবাদ ভাববাদী কল্পনা মাত্র।

রজনীশ বাদ দিয়ে আর কোনো বাবাই সেই অর্থে দর্শনে শিক্ষিত নন। রজনীশ দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তবে সবারই বক্তব্য পড়লে মনে হ য়— এরা পান্ডিত্যে এক একেটি বিরিঞ্চি বাবা। আইনস্টাইন থেকে রুশো সবাই কে বগল দাবা করে ঘু রছেন! রজনীশ, তৃতীয় শ ক্তি কে খু ব ভালো ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। অন্য কোনো ধর্ম গুরু এভাবে নারীর যৌন স্বাধীনতার কথা বলতে পারেন নি। যৌন স্বাধীনতা কে রজনীশ মনে করতেন ভাববাদের প্রথম সোপান। এই ব্যাপারে ফ্রয়েড ছিল, তার ভরসা। তান্ত্রিকরাও একই দর্শনে বিশ্বাসী। এই পর্য ন্ত ঠিকই ছিল। কিন্ত যৌনতা তার সোপান নয় , ব্যবসায় পরিনত হয়। ফলে রজনীশধাম যৌন ক্রীড়াধামে পরিনত হয়। আইনস্টাইনকে নিয়ে প্রচুর গুলগাপ্পা মারলেও ফ্রয়েডীয় দর্শন তিনি বুঝতেন। তবে ভোগবাদের পাঁকেই তার দর্শনের অন্তর্জ লি যাত্রা।

এইসব গুরুকুল গুরু র মৃত্যুর পরই উবে গেছে। বিবেকান ন্দ যেমন ক্যাথলিক অর্ডার অনুসরন করে রাম কৃষ- মিশনে যোগ দেওয়া মহারাজদের জন্য এক দশক ব্যাপী ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেন, অন্যগুরু কুলে, শিষ্যদের কোন যোগ্যতা লাগেনা—বাবার অনুগত হলেই হ ল। বাবা যেন কৃষ-। রামকৃষ- মিশনে র স ন্নাসী হতে গেলে ছয় বছরে প্রায় পঞ্চাশ টি পেপার পাশ করতে হয়। এর মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানের পেপারও থাকে। অন্য সমস্ত ধর্মের দর্শন তাদের পড়তে হয়। ব্যর্থতার হার ৭০% । বিবেকানন্দ নয় প্রথাগত দর্শন শিক্ষা থাকার জন্যে, গড় পড়তায় এই সন্নাসীরা ধর্ম ব্যাপারটি ভালোই বোঝেন। শিক্ষার অভাবে গুরু র মৃত্যুর পর অন্য গুরুকুলে, সম্প তি নিয়ে মারামারি শুরু হ য়। বালক ব্রম্মচারী থেকে অনুকুল ঠাকুর — সর্ব ত্র ই এক গল্প। ইসকনের সন্নাসীদেরও মোটামুটি ট্রেনি ং দেওয়া হয়।

- **নেহেরু,১৯৫১:** ধর্ম নিরেপেক্ষ দেওয়ানিবিধি চালু । নেহেরু রাষ্ট্র থেকে হিন্দু ধর্মকে আলাদা করলেন।
- **বাজপেয়ী, ১৯৯৫**: হিন্দু জাতিয়তাবাদীরা ভারত বর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করল। বৈদিক সমাজবাদের ধাপ্পাবাজি হ চ্ছে এদের আদর্শ। আদতে কট্টর পন্থীরা কিন্তু মনুবাদী।

যাইহোক, যেটা দেখা যাচ্ছে হিন্দুধর্মের তিনটে দর্শন কিন্ত টিকে গেল—শৈব, বৈষ্ণব এবং আদ্বৈতবাদীরা। যার কোনোটাই ঋক বেদে পাওয়া যাবে না! ইসলাম আফ্রিকা থেকে ইন্দোনেশিয়া জয় করে ফেলল, কিন্ত মধ্যেখানে এই তিনটি দর্শন ইসলামকে প্রতিহত করে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই তিনটি দর্শন কি ভাবে ভারতবর্ষের বস্তুবাদী অগ্রগতি থামিয়ে দেয়, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। কেন এরা যোগ্যতম বলে বিবেচিত হলো সেটাও দেখা হবে।

(চলবে)